(খ) পদকের শ্রেণী ও সংখ্যা ঃ

নিম্নলিখিত ১০টি শ্রেণীর জন্য পুরস্কার প্রদান করা হইবে ঃ-

	পুরস্কারের শ্রেণী
ক.	প্রাথমিক বিদ্যালয়/ উচ্চ বিদ্যালয়/এবতেদায়ী মাদ্রাসা/সিনিয়র মাদ্রাসা
খ.	কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়
গ.	ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন
ঘ.	অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সেক্টর কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠান
ঙ.	এনজিও/ক্লাব/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা
চ.	ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ
ছ.	ব্যক্তি মলিকানাধীন নার্সারী
জ.	বাড়ীর ছাদে বাগান সৃজন
ঝ.	বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগান
ঞ.	বৃক্ষ গবেষণা/সংরক্ষণ/উদ্ভাবন

প্রতিটি শ্রেণীর পুরস্কার প্রাপ্তদের সনদপত্রসহ একাউন্ট পে-ই চেকে অর্থ প্রদান করা হইবে। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০/- টাকা, তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হইবে।

প্রথম পুরস্কার	৩০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার	১৫,০০০ টাকা

(গ) পদক বাছাইয়ের জন্য মৌলিক নীতিমালা ঃ

ক্রমিক নং	নীতিমালা
১।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর বনায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫০০টি চারা হইতে হইবে এবং প্রজাতির বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে (ক ও খ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য)।
২।	সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/কলকারখানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২(দুই) কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান (কমপক্ষে ২০০০ চারা) অথবা ০.৮০ হেক্টর (২ .০ একর) ব্লক বাগান (কমপক্ষে ২০০০ চারা) বিবেচনায় আনা হইবে (গ, ঘ এবং ঙ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য)।
৩।	ব্যক্তিগত পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ০.১০ হেক্টর (০.২৫ একর) ব্লক বাগান (কমপক্ষে ২৫০টি চারা)/ ০.২৫ কিঃ মিঃ স্ট্রিপ বাগান (কমপক্ষে ২৫০টি চারা)/ ০.১০ হেক্টর (০.২৫ একর) কৃষি বন বাগান (কমপক্ষে ২০০টি চারা) পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হইবে (চ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য)।
৪।	ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০,০০০টি চারা সম্বলিত ০.১০ হেক্টর (০.২৫ একর) নার্সারী পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হইবে (ছ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য)।
৫।	ব্যক্তিগত/প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাড়ীর ছাদে সৃজিত বাগান পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হইবে । এইক্ষেত্রে প্রজাতির বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে । ছাদের বেডে সৃজিত ১.৫ বঃ ফুট আয়তনকে একটি চারা হিসাবে বিবেচনা করা হইবে । ব্যক্তি মালিকানায় ন্যূনতম ৫০টি টব/চারা, প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম ১০০টি টব/চারা পুরস্কারের জন্য বিবেচনায় আনা হইবে । ছাদে বাগানের সাজানোর ধরনের ক্ষেত্রে ছাদের পরিমাণ ও স্থান সংকুলানের বিষয়টিকে মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনিতে হইবে। বাড়ীর ছাদে বাগানের ক্ষেত্রে দৃষ্টিনন্দন ফলদ, ভেষজ, শোভাবর্ধনকারী, দেশীয় বিলুপ্তপ্রায়, বিশেষ ও অন্যান্য প্রজাতির সংখ্যা আবেদনপত্রে উল্লেখ থাকিবে এবং স্কোরিং এর ক্ষেত্রে বিবেচিত হইবে (জ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য)।
৬।	বন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কর্তব্যনিষ্ঠা ও উদ্ভাবনী চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করার জন্য বন বিভাগ কর্তৃক সৃজিত বাগান বিবেচনায় আনা হইবে । উডলট ও ব্লক বাগানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ হেক্টর বাগান এবং ন্যূনতম ৮০% চারা জীবিত থাকিলে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনায় আনা হইবে। স্ট্রিপ বাগানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ সিডলিং কিঃমিঃ এবং কৃষিবনের ক্ষেত্রে ১০ হেক্টর বাগান এবং ন্যূনতম ৮০% চারা মুল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হইবে (ঝ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য) ।
৭।	বিজ্ঞানভিত্তিক সুপরিকল্পিত উপায়ে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রজাতির বৈচিত্র্যসহ সৃজিত বাগান পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইবে ।
৮।	মূল্যায়নকালে বৃক্ষের প্রজাতি (বনজ, ফলদ, ভেষজ, দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় ও শোভাবর্ধনকারী), চারা বৃদ্ধির হার, সতেজতা ইত্যাদি পৃথকভাবে বিবেচনা করা হইবে ।
৯।	নার্সারী ও বাগানের জীবিত চারার হার, গুণগতমান, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের মান, বিবেচনায় আনা হইবে

১০।	মোট জমির পরিমাণ এবং রোপিত চারার সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য বিবেচনায় আনা হইবে । সামঞ্জস্য বিবেচনা করিবার জন্য বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন ২০০৪ ইং সালে প্রকাশিত ও সররাহকৃত নার্সারী ও প্লান্টেশন ম্যানুয়েল এর পৃষ্ঠা নং ৭৭ এর সারণী-১০ অনুসরণ করিতে হইবে । অসামঞ্জস্য থাকিলে সেই বাগান পুরস্কারের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না।
১১।	নার্সারী সৃজন ও বনায়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের উদ্যোগ/অংশগ্রহণ বিশেষ বিবেচনায় অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ মূল্যায়ন করা হইবে ।
১২।	বনজ, ফলদ, ভেষজ, শোভাবর্ধনকারী ও দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সকল প্রকার বাগানই মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হইবে ।
১৩।	গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চিন্তা ও সকল মডেল অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হইবে ।
১৪।	বাগানের বয়সের নিম্নসীমা ২(দুই) বছর ও উর্দ্ধসীমা ৫(পাঁচ) বছর বিবেচিত হইবে। কিন্তু বন বিভাগের ক্ষেত্রে ৪র্থ বৎসরের বাগান পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইবে ।
১৫।	বৃক্ষ গবেষণা/সংরক্ষণ/উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিশেষ উদ্যোগের ক্ষেত্রে, পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অবদান, দারিদ্র বিমোচন/ দেশের অর্থনীতিতে অবদান, মাটি ক্ষয়রোধ/লবণাক্ততা রোধ/ প্রকৃতি সংরক্ষণে ভূমিকা, স্থানীয় জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা, বাজারজাতকরণ/প্রচার মাধ্যমে স্বীকৃতি, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ভূমিকা, যৌক্তিকতা সহকারে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন, প্রামাণ্য চিত্র (ভিডিও/স্থিরচিত্র/ ফটোগ্রাফ) মূল্যায়নকালে বিবেচনায় আনা হইবে (ঞ শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য)।
১৬।	প্রত্যেক আবেদন পত্রে মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও স্বাক্ষর অবশ্যই থাকিতে হইবে । আবেদনকারীর স্বাক্ষরও থাকা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় তা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইবে না। মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে ন্যূনতম পক্ষে সহকারী বন সংরক্ষক হইতে হইবে। যেই সব ক্ষেত্রে সহকারী বন সংরক্ষক পাওয়া যাইবে না, সেই সব ক্ষেত্রে কেবল-মাত্র রেঞ্জ কর্মকর্তা মূল্যায়ন করিতে পারিবেন।
১৭।	একবার পুরস্কারপ্রাপ্ত বাগান পরবর্তীতে পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইবে না। বাগান সৃজন সাল হিসাবে ক্যালেন্ডার সন বিবেচিত হইবে ।

(ঘ) বনজ, ফলদ, ভেষজ, শোভাবর্ধনকারী ও দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির বিবরণ ঃ

বনজ ঃ

বনজ গাছ থেকে উৎপাদিত কাঠ, জ্বালানী কাঠ, খুঁটি, মাছ ও পশুর খাদ্য দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন ঃ গর্জন, সেগুন, গামার, চাম্পাফুল, চাপালিশ, মেহগিনি, চিকরাশি,তেলশুর, কড়ই,রেন্ট্রি, আকাশমনি, ঘোড়ানিম (বকাইন) দেবদারু, পিটালি,শিমুল,ইপিল-ইপিল,ঝাউ, কেওড়া, বাইন,গেওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ফলদ ঃ

ফলদ গাছ থেকে উৎপাদিত ফলে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ থাকে যা পুষ্টির জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন ঃ আম, জাম, গোলাপজাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কুল, বরই, আতা,শরীফা, সফেদা, ডালিম, ডেউয়া, লটকন, আমড়া, কামরাঙ্গা, করমচা, তেঁতুল, চালতা, জলপাই, বাতাবি লেবু, কাগজী লেবু, কদবেল, ডুমুর, জগডুমুর, পানিফল, কাঠ বাদাম, সুপারি, নারিকেল, বেল, খেঁজুর, তাল, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভেষজ ঃ

রোগ নিরাময় ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার কাজে ভেষজ গাছের ভূমিকা অতুলনীয়। যেমনঃ অর্জুণ, আমলকি, বহেরা, হরিতকি, আকন্দ, বেল, ঘৃতকুমারী, সর্পগন্ধা, সজিনা, নিম, তুলসী, থানকুনী, লজ্জাবতী, কালমেঘ, বাসক, চিরতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শোভাবর্ধনকারী ঃ

সৌন্দর্য বর্ধন, ছায়া প্রদান ও বাড়ীর পর্দার জন্য শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। যেমন ঃ বকুল, কদম, সোনালু, জারুল, কৃষ্ণচুড়া, দেবদারু, উইপিং দেবদারু, শিমুল, পলাশ, বটলব্রাশ, রাধাচুড়া, নাগলিঙ্গম, ক্যাকটাস, অর্কিড, গোলাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় ঃ

উচ্চ ফলনশীল ও যান্ত্রিক কৃষির প্রচলনের ফলে নিবিড় চাষাবাদ পদ্ধতিতে বহু প্রাকৃতিক প্রজাতি এ প্রতিবেশ থেকে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ সকল প্রজাতি আমাদের জীব-বৈচিত্র্যের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়িয়া ছিল। একদিকে বৃক্ষ প্রজাতি অন্য দিকে প্রাণী বৈচিত্র্যের দেশ হিসাবে এই জনপদের ঐতিহ্য ছিল কিংবদন্তীর ন্যায়। বিলুপ্তপ্রায় এই সকল উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে আমুর , বৈলাম, আগর, বান্দরহোলা, উলট চন্ডাল, আশফল, পিপুল, বাঁশপাতা, পেডুক, অশোক, উদাল, সিভিট, কুম্ভি এবং কর্পুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।